Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

In Search of Little Tradition of Folk Islam: A Study of *Marefati* Folk Songs in Bengal

লোকায়ত ইসলামের ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের অন্বেষণ : বাংলায় মারেফতি লোকসঙ্গীতের একটি পর্য্যালোচনা

Soumitra Kumar Sinha
Associate Professor, Dept. of History, University of Kalyani, Nadia, W.B., India

Abstract

Islamic contact with Bengal is as old as the role of the religion is significant in the historical development of this region. Its importance does not simply consist in the fact that the undivided Bengal saw the largest concentration of Muslims (about 34 millions) in the Indian Subcontinent and that their present aggregate in divided Bengal makes them the second largest Muslim population in the world after Indonesia. It is rather paradoxical that the phenomenon of Islamization in Bengal has drawn far less academic attention than what would seem warranted by its historical significance. The aim of the present paper is to investigate and explore the folk elements in the Bengali culture and its impact on the Bengali Muslims. While exploring folk Islam or little tradition of Islam in Bengal along with its syncretistic traditions I have tried to use the theory of 'Great Tradition' and 'Little Tradition' propounded by Robert Redfield while studying Mexican peasant culture, which later on applied by Milton Singer and Mckim Marriott to the Indian society. Since folk elements have multiple strands, therefore, I have confined my discussion in reviewing contribution of Bengali Muslims in Bengali folk songs like Sufi devotional songs – *Marefati* and *Murshidi* with a special emphasis on *Marefati*.

Keywords: Little tradition of Muslims, *Marefati* folk song, Islamic culture in Bengal, Composite element in Bengal.

Article

ভূমিকা

বর্তমান গবেষণাপত্রটির লক্ষ্য হল বাঙালী সংস্কৃতিতে লোকায়ত উপাদান সমূহের অনুসন্ধান ও অন্বেষণ, এবং তার সহিত বাঙালী মুসলিমদের উপর তার অভিঘাতের পর্যালোচনা। বাঙলায় লোকায়ত ইসলাম অথবা ইসলামের ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যসমূহের অন্বেষণার্থে রবার্ট রেডফিল্ড-এর উত্থাপিত বৃহৎ ঐতিহ্য (Great Tradition) এবং ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের (Little Tradition) তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে, যা তিনি মেক্সিকান কৃষক সংস্কৃতির পর্যালোচনার্থে উদ্ভাবন করেছিলেন এবং যাকে পরবর্তীকালে মিলটন সিঙ্গার

ও ম্যাককিম ম্যারীয়ট ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পর্যালোচনায় প্রয়োগ করেছিলেন। যেহেতু লোকায়ত উপাদানগুলির বহুমুখী ধারাসমূহ বিদ্যমান, সেহেতু বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে আমার আলোচনাকে বাংলা লোকসঙ্গীতে বাঙালী মুসলিমদের অবদান পর্যালোচনায় মারেফতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ মারেফতি ও মুর্শিদির ন্যায় সুফী ভক্তিগীতিগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। উক্ত অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় ধর্মের ভূমিকার ন্যায় বাংলার সহিত ইসলামিক সংযোগের প্রাচীনত্বটিও অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি কিছু মাত্রায় আত্মবিরোধী হলেও সত্য যে বাংলায় ইসলামিকরণের বিষয়টি যতটা আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক গুরুত্বের ন্যায্যতা প্রতীপন্ন করত তার থেকে অনেক কম সারস্বত(academic) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। এর গুরুত্ব কেবলমাত্র এই তথ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না যে ভারতীয় উপমহাদেশে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিমদের বৃহত্তম ঘনসন্নিবেশকরণ(largest concentration) পরিলক্ষিত হয় (প্রায় ৩৪ মিলিয়ান) এবং বিভক্ত বাংলায় তাদের বর্তমান গড় জনসমষ্টি যা দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ নামক ভারতীয় রাজ্যে, আসামের বরাক উপত্যকায় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ(কাছাড়), ত্রিপুরা নামক ভারতীয় রাজ্যে এবং বাংলাদেশ; সেটি তাদের ইন্দোনেশিয়ার পর বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসমষ্টিতে পরিণত করেছে।[1]

বিষয়ের আলোচনা

বাঙালী মুসলিমদের আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম-সত্তা সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব ও চাপা উত্তেজনা জনিত অন্তঃপ্রবাহের বিষয়ে আমরা যথেষ্ট অবহিত নই। প্রাথমিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ অন্যান্য ঐতিহাসিক পরিণতির ন্যায় বাঙালী মুসলিমদের আত্ম-ভাবমূর্তিকেন্দ্রিক সমস্যার বীজসমূহ তাদের ঐতিহাসিক অতীতে গভীরতর রূপে উৎসারিত রয়েছে। উক্ত বিষয়টি স্বীয় পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় ইসলামের সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত গুরুত্বকে বিদ্যমান করেছে; যে বিষয়টি যথাযথ জ্ঞানের ও যথেষ্ট নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়নের অভাবজনিত কারণে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত ও অপ্রশংসিত রয়েছে।[2]

সাধারণতঃ ভারতীয় ইসলামকে পন্ডিতবর্গ তার খাপ খাইয়ে নেবার সাধ্যহীনতা ও মানিয়ে নেবার সাধ্যহীনতা দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।[3] এর বিপরীতে ঐতিহ্যমন্ডিত বাংলায় ইসলামকে স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সহিত

অঙ্গীভূতকরণ এবং সমধর্মিতার প্রবণতা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।[4] তার সরল এবং অনাড়ম্বর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামকে জনগণের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিশেষায়িত বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙলায় সাহিত্যিক উপাদানগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনায় দেখা যায় সেখানে এমন একটি লোকায়ত ইসলামের অস্তিত্ব বিদ্যমান যার ধর্মের মতবাদের সঙ্গে খুবই কম সম্পর্ক রয়েছে।[5]

বাঙলায় ইসলামের-স্থানীয় বিমিশ্রণ জনিত পরিকাঠামো নিঃসন্দেহে অসংখ্য পর্যবেক্ষক দ্বারা চিহ্নিত হলেও তাকে একধরণের বিকৃত লোকায়ত(corrupt Folk) অথবা জনপ্রিয় (popular) ইসলাম বলে সাধারণত ধরে নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি বাঙলায় একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ারূপে ইসলামিকরণের অনুশীলণ এবং অধ্যয়ণ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত করে; যেখানে (অর্থাৎ বাঙলায়) ইসলাম একটি মুখ্য সংস্কৃতির পরিবর্তে একটি গৌন সংস্কৃতি অর্থাৎ উক্ত নির্দিষ্ট অঞ্চলে বহির্জাত (exogenous) এবং অন্তর্জাত/ দেশজ (endogenous) নয়, এছাড়া যেখানে ইসলাম একটি একক অথবা একমাত্র মহান ঐতিহ্য (only great tradition) নয় কারণ এটি এমন একটি দেশে প্রবেশ করেছে যা সাংস্কৃতিক দিক থেকে কুমারী ছিল না(not culturally virgin) এবং যা সেখানকার সুপ্রতিষ্ঠিত অন্তর্জাত/দেশজ (endogenous) হিন্দু –মহান ঐতিহ্যের সহিত মোকাবিলা করেছে। অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে (inter alia) উক্ত পরিপ্রেক্ষিত সমূহ বাঙলায় ইসলামিয় সংযোগ ও যোগাযোগের অধ্যয়ণ ও চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাসমূহ বলে প্রতীয়মান হয়।[6]

যাই হোক উপরিউক্ত মতামতকে আমরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারি না কারণ তা সুপ্রতিষ্ঠিত অন্তর্জাত/দেশজ (endogenous) হিন্দু –মহান ঐতিহ্যের এবং বহির্জাত ইসলামের বৃহৎ ঐতিহ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রশ্নটিকে উত্থাপিত করেছে। উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের ন্যায় বাঙলার মাটিতে হিন্দুধর্মের মহান ঐতিহ্য কখনোই নিজেকে গভীরভাবে প্রোথিত করতে পারে নি, এর কারণ প্রথমোক্তস্থানে বা অঞ্চল সমূহে (উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে) হিন্দুধর্মের এবং ইসলাম ধর্মের মহান ঐতিহ্যের মধ্যে একইসঙ্গে একটি দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান ছিল বরং এর পরিবর্তে এখানে অর্থাৎ বাঙলায় হিন্দুধর্মের ক্ষুদ্র ঐতিহ্য বিকশিত হয়েছিল যাকে লোকায়ত ঐতিহ্য (Folk tradition) বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

সুতরাং বাঙলায় ইসলামের আবির্ভাবের সময়কালে একধরণের অনার্য্য এবং আর্য্য বিমিশ্রিত সংস্কৃতি (acculturated form of non Aryan and Aryan Culture) বিদ্যমান ছিল, যার সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ শেষপর্যন্ত এখানে অর্থাৎ বাঙলায় ইসলামের ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের (little tradition of Islam) এর আবির্ভাব ঘটে। সর্বোপরি, বাঙলায় আর্য্যায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা অনেক পরে ঘটেছিল এবং সেটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া ছিল। এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্-মুহূর্তে বাঙলার দেশজ জনসমষ্টির উপর তার প্রভাব ছিল আংশিক ও অসম্পূর্ণ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এবিষয়টি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান যে বাঙালী জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি এবং জনসমষ্টির উপর অনার্য্য-উপাদানসমূহের বিদ্যমানতার দরুণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলসমূহ অপেক্ষা এখানে একটি বিশেষ ধরণের বাঙালী লোকসংস্কৃতি বিকশিত হয়। পুনরায় বাঙালী লোকসংস্কৃতির উক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রের দরুণ বাঙালীদের অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ যথা- অন্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে বিমিশ্রণ ধর্মী ও সমন্বয়ধর্মী চরিত্রের বিকাশ ঘটে।

বাঙলা লোকসঙ্গীতের উপর যেকোন ধরনের আলোচনার পূর্বে লোকায়ত সমাজ(Folk-society) এবং লোকসংস্কৃতির (Folk lore) ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের একটি অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক। লোকায়ত সমাজ (Folk society)এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিতে Shorter Oxford Dictionaryনির্দেশিত করেছে – 'An aggregation of people in relation to a superior' অর্থাৎ একটি উচ্চতর সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন জনসমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সাধারন গড় জনসমষ্টি। এখানে একটি তুলনামূলক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একটি উন্নততর অথবা সুসভ্য জটিলতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ ছিল তুলনামূলকভাবে অনুন্নত বৃহত্তর সমাজব্যবস্থা বা জনসমষ্টি। লোকসংস্কৃতি বা Folklore সম্পর্কেও উপরোক্ত তুলনামূলক অনুন্নয়নশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[7] সুতরাং পাশ্চাত্যের একজন লোকসংস্কৃতিবিদ 'folklore' বা লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন folklore বা লোকসংস্কৃতি অর্থাৎ জনপ্রিয় জ্ঞান(popular knowledge) এমন একটি বিষয় যাকে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের থেকে (scientific knowledge) জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যমন্ডিত জ্ঞান(popular and traditional

knowledge) বলে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং যাকে মানবসমাজ যুগ যুগ ধরে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে করায়ত্ত করে জ্ঞানলাভ করেছে ও তার চর্চা করেছে, তার সংগৃহীত সম্ভারকেই (Folklore) বা লোকসংস্কৃতি বলা যেতে পারে।[8] পুনরায় তিনি বলেছেন folklore বা লোকসংস্কৃতির অত্যন্ত গভীর উৎসসমূহ রয়েছে এবং তার চিহ্ন সমূহ এমনকি এমন জনসমষ্টির মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান যারা সংস্কৃতির উচ্চতম পর্য্যায়ে উপনীত হয়েছে। আদিম মানুষ তথা primitive man-এর মানসলোকের বা মনোজ জগতের প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ বলে folklore বা লোকসংস্কৃতিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[9] সুতরাং দেখা যায় যে, folklore বা লোকসংস্কৃতি বলতে বোঝায় সাধারন লোকায়ত জনসমষ্টি বা common folk নামক একটি অনুন্নত জনসমসষ্টির জীবনযাত্রার প্রণালীর সংস্কৃতি আচার ব্যবহার রীতি-নীতি প্রথা পদ্ধতি ঐতিহ্যসমূহ শিল্পকলাও সাহিত্যের একটি সুনির্দিষ্ট অথবা বিশেষ ধারা সমূহ। লোকায়ত জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্র লোকসাহিত্যে এবং তার অন্যতম একটি মাধ্যম হিসাবে লোকসংগীতের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়।[10] উক্ত পরিপ্রেক্ষিত থেকে একথা বলা যেতে পারে যে প্রথমতঃ লোকসাহিত্য একটি ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক সৃষ্টি নয় তার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে এটি - একটি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি।[11]

দ্বিতীয়ত, একটি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজের সৃষ্টির অর্থ এই নয় যে, তা বৃহৎ সংখ্যক জনগণের সৃষ্টি। এর কারণ একটি সুনির্দিষ্ট গান অথবা গাথা (Ballad) অসংখ্য ব্যক্তিসমূহের সৃষ্টি হতে পারে না; বরং তা একজন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির সৃষ্টি। কিন্তু লোকসাহিত্যে individual তথা ব্যক্তি মানুষরা একটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে স্রষ্টার ব্যক্তিগত মনস্তত্ব এবং অবিভাজ্য সামাজিক মনস্তত্ত্ব সমান বা সমতুল/ অনুরূপ চরিত্র রয়েছে। এর অর্থ যদিও লোকসাহিত্য মূলতঃ একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সৃষ্টি – তা সত্ত্বেও তা একটি অবিভাজ্য লোকায়ত সমাজের মানসলোকের একটি ব্যক্তিগত বিশ্বস্ত প্রতিফলন।[12]

সুতরাং সুফী ভক্তিগীতিসমূহ এবং বাউল গানের ন্যায় বাঙলার লোকসঙ্গীতসমূহ যদিও ব্যক্তিগত সৃষ্টি সম্ভার কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে লোকায়ত সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ত, এর কারণ সমাজব্যবস্থার তিনটি পর্য্যায়সমূহ –

ক) আদিম স্তর (Primitive phase)

খ) অপরিশীলিত অথবা অসংস্কৃত স্তর (Unrefined or Uncultured Phase)

গ) পরিশীলিত অথবা সুসংস্কৃত স্তর (Refined or cultured Phase)

যেহেতু লোকসাহিত্যের মধ্য পর্য্যায়ের (Middle Phase) অথবা অপরিশীলিত সমাজের (unrefined society) সৃষ্টি সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই লোকসাহিত্যের আদর্শ সুর বৈশিষ্ট্য এবং গঠনশৈলী আদিম সমাজ (Primitive society) এবং পরিশীলিত অথবা সুসংস্কৃত সমাজ (refined or cultural society) এই দুইটির মধ্যে একটি মধ্যমপথ। [13]

চতুর্থত যেহেতু অবিভাজ্য সামাজিক চেতনা (indivisible social consciousness) লোকায়ত সমাজে প্রবল, সুতরাং এটি খুবই স্বাভাবিক যে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবসমূহ বিদ্যমান। অতএব, লোককথা তথা folktales, রূপকথা (Fairy Tales), লোকসঙ্গীত(Folk-songs) এবং লোকগাথা (ballads) এগুলির মধ্যে প্রায়শই পারস্পরিক টানাপোড়েন, আদান-প্রদান (reciprocal warp and woof, give and take) দেখতে পাওয়া যায়। পারস্পরিক প্রভাবসমূহের বিদ্যমানতার দরুণ লোকসাহিত্যের বিমিশ্রণ এবং ক্রমবিবর্তনের সম্পর্কে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেছেন যে, লোকসঙ্গীতের এটাই ভাগ্য বা fate।[14]

পঞ্চমত, লোকায়ত সমাজ স্থির/ নিশ্চল তথা স্ট্যাটিক (static) নয়। তার নিজস্ব চলমানতা রয়েছে যদিও তা ধীর গতিতে প্রবাহমান। লোকমানসের সহজ গ্রহণযোগ্যতার দরুণ প্রায়ই দেখা যায় যে, লিখিত সাহিত্য লোকায়ত সমাজে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে লোকসাহিত্যের মধ্যে স্থান করেছে। এরূপে গোরক্ষবিজয় এবং গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের ন্যায় বাঙলাদেশের নাথ গাথাগুলি (Nath ballads) পুঁথিসাহিত্য, কারবালার কাহিনীসমূহ, লায়লা-মজনু এবং মধুমালার ন্যায় প্রেমগীতিকা বা গাথা সমূহ এবং পীর সাহিত্য কালের বিবর্তনে লোকসাহিত্যের সম্পদ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

ষষ্ঠত, লোকায়ত জীবনের সরলতা, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সুসঙ্গতিপূর্ণতা এবং স্থুলতা/ অশিষ্টতাকে লোকসাহিত্যের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। সুতরাং লোকসঙ্গীত যা লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি প্রধান শাখা তার মধ্যে বাঙলার ঐতিহ্য সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে সংমিশ্রনের প্রতিফলন উপলব্ধি করতে

হলে উপরোক্ত ছয়টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে জানা দরকার। বাঙলা লোকসঙ্গীতে বাঙালী মুসলিম মানসের প্রতিফলন, বাঙালী লোকসঙ্গীতে তাদের অবদান এবং ধর্মীয় সমন্বয়বাদ সম্পর্কে তাদের প্রচেষ্টা সমূহের প্রতিফলন যেভাবে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে হয়েছে – সেসকল বিষয়গুলির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন শাখাসমূহের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে দেওয়া হয়েছে-

ক) আত্মোৎসর্গ অথবা আত্মনিবেদন কেন্দ্রিক ইসলামী ভক্তিগীতি।

খ) সুফী-ভক্তিগীতি সমূহ- মারফতি এবং মুর্শিদি/ মুর্শিদা।

গ)বৈষ্ণব-গীতি

ঘ) বাউল গান

ঙ) ভাটিয়ালি গান

চ) সারিগান

ছ) জারি গান

জ) আলকাপ গীতিনাট্য

ঝ) বিবাহগীতি প্রভৃতি।[15]

যাইহোক যেরূপ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে সেই অনুসারে মারেফতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ – মারেফতি এবং মুর্শিদির ন্যায় সুফী ভক্তিগীতিগুলির বিশ্লেষণে আলোচনার ক্ষেত্রটিকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। সুফীসাধনা অথবা তার সহজ সরল অনাড়ম্বর সাধন পদ্ধতি একটি রহস্যতান্ত্রিক (mystic) সাধনা অথবা সহজ সরল সাধন পদ্ধতি। সুফী দরবেশ অথবা সন্তগণ এদেশে ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন। যাইহোক দেশজ মুসলিমগণ তাদের নিজস্ব মনোজগত থেকে তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মীয় পদ্ধতিসমূহ; দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিকে সহজে মুখে ফেলতে পারে নি, শুধু তাই নয় শিক্ষার অভাবের দরুণ শরিয়ত-এর সহিত তাদের সংযোগ ও প্রত্যক্ষ এবং গভীরভাবে প্রোথিত হতে পারে নি। সুতরাং আহমেদ শরিফের মতে, সুফী মতবাদের সহিত যেখানেই দেশীয় সাধন পদ্ধতির সাদৃশ্য এবং একাগ্রতা দেখতে পাওয়া গেছে সেখানেই মুসলিমরা অংশগ্রহণ করেছে। এইরূপে দেখা যায় যে বৌদ্ধ এবং নাথ ধর্মমত, সহজিয়া

তান্ত্রিক ভক্তিবাদ এবং যৌগিক পদ্ধতিসমূহ প্রভৃতি তাদের আকৃষ্ট করেছিল।[16] উপরোক্ত কারণে ভারতবর্ষে একটি বিমিশ্রিত রহস্যতান্ত্রিক দর্শনরূপে(as an admixtured mystic philosophy) ভারতবর্ষে সুফীবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মারেফতি এবং মুর্শিদি গানসমূহে রহস্যতান্ত্রিক মনোভাবের সহিত উপরোক্ত বিমিশ্রিত সুফী মতবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। এর মধ্যে যৌগিক এবং সহজিয়া পদ্ধতিরও প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সর্বোপরি এগুলি সহ মারেফতি এবং মুর্শিদি গান সমূহে আমরা পারসিক সুফীদের সামা(sama songs) গান সমূহের প্রভাব লক্ষ্য করি যার মধ্যে আল্লা এবং রসুলের বাণীসমূহ এবং নিজ মুর্শিদের সাফাত(safat) অথবা প্রশংসাধর্মী গজল গানসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া উপরোক্ত সুফীগান সমূহে আলি-ফতিমার ইসলামিক ঐতিহ্য ছাড়াও প্রতীক-ধর্মী রূপক হিসেবে প্রাক্ - ইসলামিক যুগের লায়লা-মজনু শিরিন-ফারহাদ প্রভৃতি ফার্সী ঐতিহ্য সমূহ, ইউসুফ-জুলেখার ন্যায় ইজরায়েলের ঐতিহ্যসমূহ ও বাঙলার পরিবেশের প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ উপাসনার বিষয়সমূহেরও আত্মপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়।[17]

মারেফতি গানসমূহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল 'আল্লাহ' এবং তাঁর 'বান্দা' বা অনুগামীদের মধ্যে সম্পর্কসমূহ এবং 'তাঁকে' (আল্লাহকে) আশ্রয় করে পার্থিব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। এক্ষেত্রে আল্লাহর মাধ্যম রহস্যতান্ত্রিক। তিনি যেন তার অনুগামীদের সহিত লুকোচুরি খেলা খেলছেন। উপরোক্ত বিষয় সমূহ 'আল্লাহ-বান্দা' সম্পর্ককে কৌতূকব্যঞ্জক করে তুলেছে, যেমন একটি মারেফতি গান-

'মাবুদ মৌলা সাঁই গো আল্লা-

পরবরদীগার

তোমায় ধুরিয়া না পাই

তুই-বাজীগর বাজীগিরি

বুঝবার সাধ্য নাই'।[18]

অর্থাৎ ও আল্লাহ মাবুদ মৌলা সর্বশক্তিমান। ব্যাপক অনুসরণের পরও আমি তোমাকে পাই নি। তুমি যাদুবিদ্যা দেখানো একজন যাদুকর। কেউ-ই তোমার যাদুবিদ্যা বুঝিতে পারবে না। অনেকসময় আল্লাহকে আমার আল্লাহ ধান্দাকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া অনেকসময় মারেফতি গানে আল্লাহকে 'এই ভিক্ষা চাই-

ঠাকুর' বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। সর্বোপরি আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে পারস্পরিক প্রেমের সম্পর্কের মারেফতি গান গুলিতে এইরূপভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। যথা- 'আশিক হইয়া খোদা মহম্মদ করিলা পয়দা/ মহব্বতের সাথী রাখ কান্দিলের (আলো) ভিতর' (আকবর আলি) অর্থাৎ প্রেমিক হইয়া খোদা মহম্মদ আমাকে (একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে) জন্ম দিয়েছে। হে খোদা কে সর্বশক্তিমান আমাকে আলোর মধ্যে রাখ। যে রূপ বান্দার আল্লাহর প্রতি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনি আল্লাহর ও বান্দার প্রতি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কারণেই উভয়ের নিকট উপরোক্ত সম্পর্ক পারস্পরিক। যেমন-

'বিবাদী না হইলা কে বা তারে গোনে,/ ওরে, হাকিম পাইলা মন-বিবাদীর গুণেতে' –ইয়াসমিন

ঐরূপ হাকিমকে কে মান্য করে যদি তার বিবাদী না থাকে অর্থাৎ ওহে মানুষ! একজন বিচারক অথবা হাকিম, তার মর্যাদা ও সম্মান কেবলমাত্র বিবাদীর দ্বারাই পেতে পারেন। সুফী কবি হাসনরাজা ঐরূপ প্রেমিকের ন্যায় হাস্যরসপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আল্লাহর পদতলে আশ্রয় অন্বেষণ করেছিলেন। যেমন-

'পার করিয়া চরণতলে/ মোরে দিও বাসা'।

এইরূপে দেখা যায় যে উপরোক্ত গান গুলিতে বিভিন্ন সম্বোধনগুলির ব্যবহার, বাগ্‌ধারার প্রয়োগ, অনুরূপ ঘটনা বা দৃষ্টান্তের প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় পরিবেশের প্রভাব উজ্জ্বলতর ভাবে দৃষ্টিগোচর হতে দেখা যায়।[19]

সর্বোপরি অনেক সন্ত সুফী সন্তগণ পার্থিব মায়া মমতা আসক্তি এবং মোহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নবীজীর আশ্রয় অন্বেষণ করতেন। সুতরাং কেয়ামত অথবা শেষ বিচারের দিন তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর সুরক্ষা ব্যতীত কোনরূপ মুক্তি লাভ সম্ভবপর নয়। এ বিষয়টি নিম্নলিখিত গানে বর্ণিত হয়েছে –

'মন রে, অধীনের পানে বলে
ভবের জালে হইছি গিরিফতার
ও রে আখেরে ভরসা রাখি
নবীজীর চরণধূলার'। (ইরফান)

অর্থাৎ ও মন! নিরহঙ্কার ও বিনীত লোকে বলে যে আমি পার্থিব বস্তুগত এবং পার্থিব জগতেরমায়া – মোহজালে আবদ্ধ হয়েছি। এছাড়া রসুলের পদতলে আর একজন সুফীকবির দুঃখ পূর্ণ উক্তি ছিল নিম্নরূপঃ-

'আর মুর্শিদ মজাইদ চান্দে বলইন

কদম রসুল বইয়া

পারেতাম পারেতাম করি

দিন তো গেলো গইয়া – মাজাইদ (চাঁদ)

মুর্শিদ মজাইদ বলছেন যে রসুলের পা ধরে আমি নদীসম বাধা পার হতে পারব এবং ঐরূপে আমার দিনগুলি অতিবাহিত হবে। এছাড়া, রসুলের রোজা মদিনার শান্তিপূর্ণ অভিনন্দনের (সালামের) বার্তা পাঠাতে গিয়ে সুফী কবির হৃদয় দুঃখ এবং কান্নায় ভেঙে পড়েছে, যেমন –

'ছলামু ছলামু মেরা কইয়ো নবীজীর রওজার

তোরা যদি যাওরে মদিনায়'।

যাইহোক যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি প্রেমের আকাঙ্খা অত্যন্ত সুগভীর, সুতরাং কবির মন আর একজন লোকের মাধ্যমে তাঁর প্রতি-বার্তা প্রেরণে সন্তুষ্ট হয় নি। সুতরাং তাঁর দুঃখপূর্ণ আকুলতার নিম্নলিখিতভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যথা-

'অধীন আবজলে বলে, কি করিতাম হায়রে হায়

পঙ্খ যদি দিত বন্ধু উড়িয়া যাইতাম মদিনায়'-(আফজল)[20]

এছাড়া, শরিয়তী নির্দেশ মান্য করে যে আল্লাহর(প্রেমলাভ করা যায় সেই ধারণাও মারেফতি গানগুলর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে)। উদাহরণ স্বরূপ জামির আলির গানগুলিতে দেখা যায় –

'কোরাণ মানো আল্লা চিন

শয়তানের প্রেম কইরো না

মরণ হাসের তরে যাবে

শমনের ভয় রবে না'।

অর্থাৎ কোরাণ মানো। আল্লাকে জামূ, শয়তানকে প্রেম কোর না, এরূপে একজন মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে। তাতে মৃত্যুরূপ শমণের কোন আশঙ্কা থাকবে না।

অপরদিকে আকবর আলির সমস্ত গানে শরিয়ৎ, কোরাণ, হাদিস এবং নবীজীর জীবন দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি বর্ণিত হয়েছে এছাড়া এমনকি এই সত্য সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে হজরত আলি স্বয়ং মারেফতির দরজা যে 'শরিয়ত' মেনে আল্লাকে পেয়েছেন যে বিষয়টিও দৃঢ় প্রত্যয় ও নিষ্ঠা ভক্তির সহিত নিম্নলিখিত গানে উচ্চারিত হয়েছে।

"আর হজরত আলির মুশকিল –কুশা (বিপদনাশী)

মারফতের দরজা

শরিয়তে জাহিরা না

নামাজ কৈল্যা কাজা

হজরত আলির জোনাব ছাড়া কে করে ফকিরি'।

-অর্থাৎ মারেফতি ইত্যাদির দরজার মাধ্যমে হজরত আলির বিপদ অপসারণ হতে পারে। হজরতের জনাব ছাড়া কে করবে ফকিরি – এখানে হজরত, শরিয়ত এবং মারেফতের মাধ্যমে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর কারণ প্রাথমিক যুগের সুফীরা এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে মারেফত, শরিয়ত ব্যতীত নয়, এবং এখানে সে আদর্শ রক্ষিত হয়েছে।[21]

কিছু কিছু মারেফতী গানগুলিতে সাধন পন্থার বিভিন্ন দিকগুলি বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ জিকর অথবা কলমা সাধন/ জপের ন্যায় তরিকত এবং শরিয়ত অতিক্রমী তিনটি মঞ্জিল বা পথ যেমন-

তরিকত, হকিকত এবং মারেফতের নিম্নলিখিতভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যেমন –

'আর কলিমার মাঝে আছে ভাইরে

নমাজ আসল এক কলিমার মাঝে

নব্বই হাজার ফল'। - আকবর আলি

অর্থাৎ কলিমার মাঝে প্রকৃত নামাজ রয়েছে এবং কেবলমাত্র একটি কলিমার মাঝে নব্বই হাজার ফল রয়েছে। কিন্তু যেহেতু কেবলমাত্র নামাজ রোজার মাধ্যমে এমন প্রাণের খোদাকে পাওয়া যায় না, তেমনি কেবলমাত্র তছবি জপিলে কেউ খোদাকে পেতে পারে না, সে বিষয়টিও হাসান রাজার গানে বর্ণিত হয়েছে , যেমন –

'হায়রে মিলিবে না, মিলিবে না খোদা-মাথা কুটি মইলে'।

এখানে ডঃ সা'আদুল ইসলাম মন্তব্য করেছেন – এখানে কি রহস্যতান্ত্রিক কবি হাসান রাজা সুফীদের হাল বা ভাবাবিষ্ট অবস্থাকেও কি মরমী কবিরূপে আঘাত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খোদাপ্রাপ্তির একমাত্র অবলম্বন প্রেম। যথা- 'খোদা মিলে প্রেমিক হইলে' (হাসান রাজা)। তবু দেখা যায় যে মারেফত সাধনার অন্যতম বড় দিক 'গুরুর বচন কইল্‌মা সাধন'। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কইল্‌মা সাধনের তিনটি মার্গ – তরিকত মঞ্জিলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর জিকর হকিকত মঞ্জিলে ইল্লাল্লাহ জিকর আর মারেগত মঞ্জিলে আল্লাহ নামই সার। তখন বিশ্বচরাচর ব্যাপী আল্লাহর ধ্বনি –

'আর সয়াল জুড়িয়া ভাইরে আল্লা আর এশ্‌ক্‌ (প্রেম /ইশ্‌ক্‌) মিলাইয়া যে করিবে সাধন –

এসো, দেখিবে সেই জন চান্দের দর্শন রে'। (হক আলি)

অর্থাৎ ও ভাই-সকল প্রশ্ন-গুলির মূলকথার সূচনা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাধনা করে ও! এসো এবং দেখো যে সেই চাঁদের দর্শন লাভ করবে। এখানে মিস্টিক বা রহস্যতান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির প্রেমই যে একমাত্র পথ বা লক্ষ্য তা এ ক্ষেত্রে (এশ্‌ক্‌ বা ইশক) ব্যক্ত হয়েছে। এখানে পথ এবং পাথেয় একাকার। সুতরাং দেখা যায় যে, মারেফত গানগুলির মাধ্যমে ইসলামিক ঐতিহ্যের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে খোদার প্রতি আসক্তি বা প্রেম বা ভক্তের আকূলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর শেষাংশে শরীয়ত এবং মারেফতি পদগুলির মধ্যে সম্মিলণের কথাও ঘোষিত হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ-বিষয়টি সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায় যে মারেফতি গান গুলিতে সম্বোধন উপমা অনুষঙ্গের ব্যবহারে ভারতীয় পরিবেশের প্রভাব-লক্ষ্যণীয়ভাবে উপস্থিত। সুতরাং এর থেকে আমরা এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রহস্যতান্ত্রিক সুফীগণ এবং মারেফতি কবিগণ দেশজ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি। [22]

টীকা এবং সূত্রনির্দেশ

1। রায় অসীম, 'দি ইসলামিক সিনক্রেটিস্টিক ট্রাডিশান ইন বেঙ্গল', প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেসের ১৯৮৩ সংস্করণের স্টারলিং পাবলিশার্স কর্তৃক তারিখহীন ভারতীয় মুদ্রণ।

2। তদুক্ত, পৃঃ৩।

3। 'গৌণ ভারতীয় পরিবেশগত এবং নৃজাতিগত প্রভাবসমূহ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে ইসলাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী তার মূল বিদেশি চরিত্র অব্যাহতরূপে বজায় রেখেছিল'। -আহমেদ, আজিজ, স্টাডিজ ইন্ ইসলামিক কালচার ইন দি ইন্ডিয়ান এনভায়রনমেন্ট, লন্ডন ১৯৬৪, পৃঃ ৭৩-৭৪, স্পিয়ার, পার্সিভ্যাল, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড দা ওয়েস্ট, লন্ডন – ১৯৮৫, পৃঃ ৮৮; সরকার, যদুনাথ, 'হিস্ট্রি অফ আওরঙ্গজেব' (কলকাতা ১৯১২-২৫) ভল্যুম ফাইভ, পৃঃ ৪৮৭-৪৮৮, ব্যাশাম, এ. এল. দি ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট ইন হিস্টোরিক্যাল পার্সপেকটিভ, লন্ডন-১৯৫৮, পৃ-১৪।

4 । রায়, অসীম, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৪।

5 । তরফদার, এম. আর. হুসেনশাহী বেঙ্গল, ১৪৯৪-১৫৩৮ খ্রীঃ : এ সোসিও –পলিটিক্যাল স্টাডি, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ১৯৬৫, পৃঃ ১৬৩-১৬৪।

6 । রায়, অসীম, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৪।

7 । ইসলাম, ডঃ সা'আদুল, বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ, সমকালের জীয়ন কাঠি প্রকাশন, কলকাতা বইমেলা- ২০০১ এ প্রথম প্রকাশিত, প্ররঃ ১৬৬।

8 । এসপিনোশ, এ স্ট্যান্ডার্ড ডিকশনারি অব ফোক্লোর, মিথোলজি অ্যান্ড লিজেন্ড, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৯।

9 । তদুক্ত, পৃঃ ৩৯৯।

10 । ইসলাম, ডঃ সা'আদুল'স বুক, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৬।

11 । চৌধুরী, ভূদেব 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', প্রথম পর্যায়, কলকাতা – ১৯৬৫, পৃঃ ৪৫৫।

12 । তদুক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬।

13 । দত্ত, গুরুসদয় এবং ভৌমিক, নির্মলেন্দু সম্পাদিত শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত, কলকাতা – ১৯৬৬, ভূমিকা, পৃঃ৫৩।

14 । সিদ্দিকী, আশরাফ, লোকসাহিত্য, (বেঙ্গলি ফোক লিটারেচার), ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৯৮০, পৃঃ ৪৪।

15 । ইসলাম, ডঃ সা'আদুল, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৭।

16 । শরিফ, আহমদ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃঃ ১৮৭-১৮৮।

17 । ইসলাম, ডঃ সা'আদুল, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৭০।

18 । মহফুজ, উল্লাহ, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃঃ ৭০।

19 । ইসলাম, ডঃ সা'আদুল, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৭১।

20 । তদুক্ত, পৃঃ ১৭১।

21 । তদুক্ত, পৃঃ ১৭২।

22 । তদুক্ত, পৃঃ ১৭২।